Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XIII, Issue-III, April 2025, Page No. 41-48
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

বরাক উপত্যকার বারুণী মেলা

মানচিত্র পাল, *সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্ববিদ্যালয়, হোজাই, অসম, ভারত*

Received: 16.04.2025; Accepted: 22.04.2025; Available online: 30.04.2025
©2025 The Author(s). Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The Barak Valley is made up of Cachar, Sribhumi (Karimganj) and Hailakandi districts of Assam. One of the rural traditional fairs of the Barak Valley is the Baruni Mela. The fair is held every year in a huge open field called 'Melar Char' in Chowrangi in Katigarh block of Cachar district. It covers an area of approximately twenty bighas of land. Baruni Mela is closely related to Baruni Snan. Baruni Snan is held every year in the month of Chaitra on the third day of Madhukrishna. The fair is held every year on Madhukrishna Trayodashi Tithi in the month of Chaitra through Baruni Snan. There is a legend behind the fair being held on this day that on this day, Kapil Muni met Shiva after meditating for many days on the banks of the Barak River. Earlier, the fair was held for fifteen days. Currently, its duration is one month. During the fair, many people from different regions, regardless of race, religion and caste, gather around the fair. Among the people present, there are Bengali Hindus, Bengali Muslims, as well as people from different tribes. In the article under discussion, we are highlighting various information related to the Baruni Mela and the importance and impact of the Baruni Mela in this region.

Keywords: Baruni, Barak River, Barak Valley, Legend, Mela.

উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্তর্গত অসম রাজ্যের কাছাড়, হাইলাকান্দি ও করিমগঞ্জ জেলা নিয়ে গড়ে ওঠা বরাক উপত্যকার ঐতিহ্যবাহী সুপ্রাচীন, সর্ববৃহৎ, জনবহুল ও জনপ্রিয় মেলাগুলির মধ্যে অন্যতম হোল বারুণী মেলা।

> "সংসদ বাংলা অভিধান'-অনুযায়ী 'বারুণী' শব্দের অর্থ হোল--- মদবিশেষ; পশ্চিমদিক; শতভিষা নক্ষত্র; উক্ত নক্ষত্রযুক্ত কৃষ্ণা-চতুর্দশী তিথিতে পুণ্যস্নানাদি দ্বারা পালনীয় পর্ববিশেষ; বরুণের পত্নী।"

অপরদিকে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' অনুযায়ী

> "মেলা' শব্দের অর্থ--- মেলন, সমাগম (অহিসঙ্গে যায় মেলা, দেব দৈত্য গন্ধর্ব্ব আদির যত মেলা...) ।"

মেলাটি অনুষ্ঠিত হয় কাছাড় জেলার কাটিগড়া ব্লকে চৌরঙ্গীর 'মেলার চর' নামে বিশালাকার উন্মুক্ত মাঠটিতে। আনুমানিক বিশ বিঘা জমি জুড়ে। মাঠটির থেকে সড়ক পথে শিলচর, হাইলাকান্দি ও শ্রীভূমি-র (করিমগঞ্জের) দূরত্ব যথাক্রমে আনুমানিক ৩০, ২৭, ২৮ কিমি। যার চারিদিকের মধ্যে পূর্বদিকে রয়েছে সিদ্ধিপুর গ্রাম। পশ্চিমদিকে গ্যামন সেতু ও সিদ্ধেশ্বর গ্রাম। উত্তরদিকে আছে ৬নং শিলংগামী জাতীয় সড়ক ও কাতিরাইল গ্রাম। দক্ষিণ দিকে বরাক নদী, শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বর শিবমন্দির, রেল ও সড়ক পথ অবস্থিত। উল্লিখিত বিষয়গুলির মধ্যে 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বর শিবমন্দির' সম্পর্কে উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ 'কাছাড়ের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে বলেছেন---

> "সিদ্ধেশ্বর শিবের মঠ বদরপুরঘাট ষ্টেশন হইতে কয়েক শত গজ পূর্ব্বদিকে বরাক নদীর তীরে অবস্থিত। কথিত আছে, পূর্ব্বকালে নিকটবর্ত্তী টিলায় শিবলিঙ্গ মূর্তি এবং মহর্ষি কপিলের আশ্রম প্রতিষ্ঠিত ছিল। মহর্ষি কপিল এই শিবলিঙ্গের অর্চ্চনায় ক্রমে সিদ্ধি লাভ করেন এবং এই ঘটনায়

> উক্ত শিবলিঙ্গ মূর্ত্তি সিদ্ধেশ্বর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। বর্তমানে সিদ্ধেশ্বর মঠ নদীগর্ভে বিলীন হইবার উপক্রম হইয়াছে।...”[৩]

অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি ‘শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত’ গ্রন্থে ‘শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বর শিবমন্দির’-এর শিব সম্পর্কে জানিয়েছেন----

> “চাপঘাট পরগণার অন্তর্গত শ্রীগৌরী মৌজার তিন মাইল পূর্ব্বে, শ্রীহট্ট ও কাছাড়ের সীমা মধ্যে এই শিব স্থাপিত। বারুণী উপলক্ষে এখানে পঞ্চদশ দিবস ব্যাপী এক বৃহৎ মেলা হইয়া থাকে।...এই শিব কপিল মুনি কর্ত্তৃক স্থাপিত ও পূজিত হন। কপিল মুনি এক সময় এই স্থানে তপস্যা করেন।...বায়ুপুরাণের মতে ও জনশ্রুতিতেও এই স্থানের নাম ‘কপিলতীর্থ।’ এবং এই শিব “কপিল পূজিত।” এই স্থানেই ভগবান কপিলদেব তপস্যা করিয়াছিলেন। এই স্থান উনকোটি গিরির একদেশ স্থিত বলিয়া! জানা যাইতেছে।...”[৪]

শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বর শিবমন্দির’ সম্পর্কে মন্দিরের পুরোহিত সুভাষ চক্রবর্তী ও বিপ্লব চক্রবর্তী উভয়ের কাছে সাক্ষাৎকার মাধ্যমে জানতে পেরেছি যে, এই মন্দির বিষয়ে একটি কাহিনি লোকমুখে প্রচলিত আছে। কাহিনিটি হোল এরকম---- বহু কাল আগে কপিলমুনি নামে একমুনি এই স্থানে অর্থাৎ ‘শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বর শিবমন্দির’-এর স্থানে এসেছিলেন। এসে তিনি শিবের ধ্যান করতে শুরু করেন। অবশেষে একদিন শিবের দেখা পান। যেদিন কপিলমুনি শিবের দেখা পেয়েছিলেন সেই দিনটি ছিল চৈত্র মাসের মধু কৃষ্ণা ত্রয়োদশী শতভিষা নক্ষত্র তিথি। এরপর হিমালয়স্থিত গণেশ গিরি নামে এক সন্ন্যাসী স্বপ্নে দেখেন যে, মন্দিরের স্থানে একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। স্বপ্নের অনুসরণে সন্ন্যাসী হিমালয় থেকে ‘শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বর শিবমন্দির’-এর স্থানে এসে উপস্থিত হন। উপস্থিত হয়ে তিনি শিবলিঙ্গকে পূজা করা শুরু করেন। তখন এই অঞ্চলের জমিদার ও বড় ব্যবসায়ী ছিলেন বিষ্ণুপ্রসাদ চৌধুরী। বিষ্ণুপ্রসাদ চৌধুরী বটবৃক্ষের তলে সেই সন্ন্যাসীর দেখা পান। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বিষ্ণুপ্রসাদ চৌধুরী সন্ন্যাসীকে তাঁর ঘরে যাবার আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু সন্ন্যাসী জানান, তিনি যেহেতু সন্ন্যাসী তাই তাঁর পক্ষে অন্যের ঘরে যাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু সন্ন্যাসীর প্রতি ছিল তাঁর সুগভীর শ্রদ্ধা ও অকৃত্রিম ভক্তি। ফলে তিনি সন্ন্যাসীর কাছে দীক্ষা নিতে চান। আর এই সুযোগে সন্ন্যাসী বিষ্ণুপ্রসাদ চৌধুরীকে তাঁর স্বপ্নের কথা জানান। এবং কপিলমুনি প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গটি দেখান। তারপর বিষ্ণুপ্রসাদ চৌধুরী সন্ন্যাসীকে জানান, আমি আপনার জন্য কী করতে পারি। সন্ন্যাসী জানান, এখানে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠার করো। সন্ন্যাসীর কথা মতো বিষ্ণুপ্রসাদ চৌধুরী প্রথম মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর শিবলিঙ্গের স্থানে দেখা মেলে একটি পুষ্পপাত্রের। পুষ্পপাত্রে ছিল শিবের সঙ্গে কপিলমুনির কথোপকথন। কথোপকথন থেকে জানা যায়, কপিলমুনি শিবের দেখা পেয়েছিলেন চৈত্র মাসের মধু কৃষ্ণা ত্রয়োদশী শতভিষা নক্ষত্র তিথিতে। আমাদের অনুমান আর এই দিনটিকে কেন্দ্রকরে শুরু হয় বারুণী স্নান। আর বারুণী স্নানকে কেন্দ্রকরে শুরু হয়েছে বারুণী মেলা।

মেলার উদ্ভব : মেলার উদ্ভব সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে যে, মেলাটির উৎপত্তি হয়েছে বহু আগে। তবে বহু আগে বলতে নির্দিষ্ট করে কোনো সময় সীমার উল্লেখ নেই। মেলার উদ্ভব সম্পর্কে ইতিহাসসম্মত তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায় B.C Allen-এর মন্তব্যে। B.C Allen: ‘Assam District Gazetteers’, Volume-1, Cachar-এর ‘Population’ অংশে বলেছেন---

> …In the Saraspur hills, to the West of the district there is a place in village Thandupur which is said to have been consecrated by the presence of Kapil Muni, who lived there in the time of Pura Raja, …The principal Festivals observed at this place are the Choet Barauni and the Siva ratri. A considerable fair is held at Katigara on the occasion of the Baruni. …[৫]

B. C Allen উক্ত মন্তব্যটি করেছিলেন ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ আজ থেকে ১১৯ বছর আগে। এতে স্পষ্টত বলা হয়েছে, কপিলমুনি পুরা রাজার সময় কাছাড়ে ছিলেন। এতদঞ্চলে একটি বিশেষ মেলা হোল বারুণী। মেলাটি অনুষ্ঠিত হয় কাটিগড়াতে। অর্থাৎ এই সূত্রে বারুণী মেলার সময়কাল সম্পর্কে ইতিহাস স্বীকৃত তথ্য হোল আজ থেকে (২০২৫খ্রিস্টাব্দ) ১১৯ বছর আগে কাটিগড়াতে বারুণী মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই হিসেবে বারুণী মেলার বর্তমানে বয়স দাঁড়িয়েছে ১১৯ বছর। এক্ষেত্রে মেলা কমিটির প্রাক্তন সম্পাদক নবেন্দুশেখর নাথের অনুমান প্রায় দুশো (২০০) বছর আগের থেকে বারুণী মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের অনুমান বারুণী মেলার উৎপত্তি হয়েছে

কপিলমুনির পূর্বে নয়। বরং কপিলমুনির সমসাময়িক বা পরবর্তীকালে। কেননা কপিলমুনির আগমনের আগে অঞ্চলটিতে যে তীর্থক্ষেত্র ছিল তার কোনো সুনির্দিষ্ট প্রমাণ নেই। জনশ্রুতি আছে কপিলমুনির দ্বারা চৈত্র মাসের মধু কৃষ্ণা ত্রয়োদশী শতভিষা নক্ষত্র তিথিতে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আর এই দিনটিকে বিশেষ মর্যাদা দিতে শুরু হয়েছিল বারুণী স্নান। পরবর্তী সময়ে বারুণী স্নানের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছিল বারুণী মেলা।

তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, মেলার উৎপত্তি সঙ্গে সুগভীর যোগ রয়েছে কপিলমুনি, বরাক নদী ও বারুণী স্নানের। এক্ষেত্রে আলোচনার সুবিধার্থে আমরা প্রথম নজর দেব কপিলমুনির প্রসঙ্গে। রাজশেখর বসু সংকলিত 'চলন্তিকা আধুনিক বঙ্গভাষার অভিধান' গ্রন্থে কপিল শব্দের অর্থ---- পিঙ্গলবর্ণ, কপিশ। সাংখ্য দর্শনের মুনি ও সগরবংশধ্বংসকারী মুনি।[৬] কালীপ্রসন্ন সেন সম্পাদিত 'শ্রীরাজমালা' গ্রন্থে কপিলমুনি সম্পর্কে বলা হয়েছে, কপিলমুনি কর্দ্দমের ঔরসে, দেবহুতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন অতি প্রাচীন কালের যোগী পুরুষ, ভগবানের পঞ্চম অবতার এবং সাংখ্য দর্শনের রচয়িতা। যাঁর কোপানলে সগরবংশ ধ্বংস হয়েছিল। তিনি একজায়গায় বসে তপস্যা করেননি, বিভিন্ন স্থানে তপস্যা করেছিলেন। যেমন, হরিদ্বারে, সগরদ্বীপে, বরাক উপত্যকার বরাক নদীর তীরে।[৭] 'উপনিষদে' ও 'শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতায়' কপিলমুনির যে উল্লেখ আছে এই বিষয়টি বঙ্গানুবাদ-সহ উক্ত গ্রন্থে তুলে ধরা হয়েছে। উপনিষদে আছে----

ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে জ্ঞানৈবিভর্ত্তি।" (শ্বেতাশ্বতর---৫। ২।)
(প্রসূত কপিল ঋষিকে যিনি সর্ব্বপ্রথমে জ্ঞান দ্বারা পোষণ করেন।)[৮]

শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতায় রয়েছে---

গন্ধর্ব্বানাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলোমুনিঃ।" (গীতা—১০। ২৫।)
(আমি গন্ধর্ব্বগণের মধ্যে চিত্ররথ, সিদ্ধগণের মধ্যে কপিলমুনি।)[৯]

কপিলমুনি অন্যান্য স্থানের মতো বরাক উপত্যকার প্রধান নদী 'বরাক নদী'-র তীরে বসেও তপস্যা করেছিলেন। কাজেই স্বাভাবিকভাবে জানতে ইচ্ছে করে বরাক নদীর সম্পর্কে। বরাক নদীর সম্পর্কে উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ 'কাছাড়ের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে বাংলা অনুবাদ-সহ 'বরাহ পুরাণ' থেকে উল্লেখ করেছেন---

'বহুনি সন্তি তীর্থানি সরিতাং প্রবরাণি চ।
ভৌমানিচ সুপুণ্যানি সর্ব্বপাপহরাণি চ।।
বিন্দপাদ গিরির্যত্র সাক্ষাদ্রূপেশ্বরো হরঃ।
যং দৃষ্ট্বা বিধিবৎস্নাত্বা শিবং সাযুজ্য মাপ্নুইয়াৎ।।
যজ্জলে মনুজব্যাঘ্র মনুষ্যো মৃত এবহি।
তৎক্ষণাদেব স স্বর্গং যাতি সূর্য্যপথেন চ।।
প্রাচ্য দেশে মৃতো জন্তুর্নরকং প্রতিপদ্যতে।
যাবদ্বর্ষসহস্রাণি যজ্জলেত্বমৃতো ভবেৎ।।
বিন্দপাদ সমুদ্ভুতা যাশ্চান্যাঃ সরিতাং বরাঃ।
তাস্তু পুণ্যতমা লোকে স্বর্গমুক্তি ফলপ্রদাঃ।।
যস্যৈবং নদরাজস্য বক্রে বক্রে চ পুণ্যদং।
তীর্থং প্রশস্তং বিখ্যাতং বরবক্রং ততঃ স্মৃতম্।।
রূপেশ্বরস্য দিগ্ ভাগে দক্ষিণে মুনি-সত্তমঃ।
বরবক্র ইতি খ্যাতঃ সর্ব্বংপাপ প্রণাশনঃ।।
যত্র তেপে তপঃ পূর্ব্বং সুমহৎ কপিলো মুনিঃ।
যত্র কাপালিকং তীর্থং শুভং সিদ্ধেশ্বরো হরঃ।।
যত্র স্নাত্বা নরো যাতি বিষ্ণুলোক মনুত্তমং।
উপাসতে মহাত্মানো যত্র সিদ্ধাশ্চতুর্দ্দশ।।
যস্য পশ্চিমকোণেতু কুণ্ডং তপ্তোদকং স্মৃতম্।
সর্ব্বপাপ হরং সাক্ষদগ্নিতীর্থ মনুত্তমম্।।'

(এখানে সুপবিত্র সর্ব্বপাপহর অনেক তীর্থ ও জলাশয় আছে। যেখানে বিন্দপাদ গিরি এবং সাক্ষাৎ রূপেশ্বর হর বিরাজমান, যাহাকে বিধিবৎ স্নান করিয়া দর্শন করিলে শিব সাযুজ্য লাভ হয়। হে নর ব্যাঘ্র! তাহার জলে মনুষ্য মরিলে তৎক্ষণাৎই সূর্যপথে স্বর্গে গমন করে। জীব প্রাচ্যদেশে মরিলে সহস্রবর্ষ নরক ভোগ করে, কিন্তু তাহার জলে মরিলে লোক অমর হয়। এবং অন্যান্য যে সকল নদী বিন্দপাদ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে ইহারা ইহলোকে অতিশয় পবিত্র এবং স্বর্গ ও মুক্তিফল প্রদায়িনী। সেই নদরাজের বাঁকে বাঁকে পুণ্যপ্রদ, প্রশস্ত, বিখ্যাত বরবক্র নামে স্মৃত তীর্থ আছে। রূপেশ্বরের দক্ষিণ দিকে বরবক্র নামে খ্যাত সর্ব্বপাপ-নাশন একটি তীর্থ আছে, যেখানে পূর্বকালে মুনিশ্রেষ্ঠ কপিল মহাতপস্যা করিয়াছিলেন, যেখানে শুভপ্রদ কপিল তীর্থ এবং সিদ্ধেশ্বর হর বিরাজ করেন, যে তীর্থে স্নান করলে লোক উৎকৃষ্ট বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হয়, যেখানে মহাত্মা চতুর্দশ সিদ্ধপুরুষ উপাসনা করিয়াছিলেন এবং যাহার পশ্চিমকোণে তপ্তোদক কুণ্ড আছে। উহা সর্বপাপ হরণ করে এবং অত্যুৎকৃষ্ট অগ্নিতীর্থ।)[১০]

এই প্রসঙ্গে উত্তর-পূর্ব ভারতের বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতিবিদ অমলেন্দু ভট্টাচার্য 'নদীর নাম বরাক' প্রবন্ধে বলেছেন-

> আসামের দক্ষিণতম প্রান্তের তিনটি সমতল জেলার নাম কাছাড়, হাইলাকান্দি ও করিমগঞ্জ। জেলা তিনটির উপর দিয়ে বহমান প্রধান নদীটির নাম বরাক।...বরাক নদী আঙ্গামী নাগা পাহাড় থেকে নির্গত হয়ে মণিপুর ও কাছাড়ের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে হরিটিকর নামক স্থানে দুই শাখায় বিভক্ত হয়ে সিলেটে প্রবেশ করেছে। শাখা দুটির নাম সুরমা ও কুশিয়ারা।...নদীটির বরাক নাম ব্যঞ্জনাবহ। জল প্রবাহটি শোচনীয় অবস্থায় দিন যাপন করা দুর্গত মানুষদের বসতি অঞ্চলের উপর দিয়ে বহমান-- এটা প্রতিপন্ন করতেই নদীর নামকরণ করা হয়েছিল বরাক।...[১১]

তিনি আরও জানিয়েছেন----

> ...সিলেটে প্রবেশের প্রাক্কালে বরাক নামটি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কারণ সিলেট তো আর শোচনীয় অঞ্চল বা দুর্গত মানুষের বসবাসের স্থান নয়। কাছাড় বা হেড়ম্ব দেশ শোচনীয় অঞ্চল কারণ প্রাক ঔপনিবেশিক কালে এই সমতল ভূভাগটি ছিল আবদ্ধ এলাকা। উত্তরে বড়াইল, পূর্বে মণিপুর, দক্ষিণে লুসাই পাহাড় (বর্তমান মিজোরাম), পশ্চিমে সিদ্ধেশ্বর পাহাড় বেষ্টিত হেড়ম্ব দেশ ছিল দুর্গম অঞ্চল। বর্ষায় অবস্থা হত আরও শোচনীয়। এখানে আসা যাওয়ার একমাত্র মাধ্যম ছিল নদীপথ। স্বভাবতই এখানকার অধিবাসীরা ছিলেন দুর্গত মানুষ। অঞ্চলটির এই ভৌগোলিক অবস্থানগত বৈশিষ্ট্যই নদী নামে ব্যঞ্জিত হয়েছে বলে আমাদের ধারণা।[১২]

অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে জানিয়েছেন---

> ...এই বরবক্র নদ পাপ প্রনাশক বলিয়া বারুণীযোগে ইহার স্থানে স্থানে লোকে স্নান তর্পণ করে।...[১৩]

উক্ত মন্ত্যগুলির মধ্যে প্রাপ্ত তথ্যটুকু হোল--- বরাক নদীর জলে স্নান করা মঙ্গলজনক। এই নদীর জলে মানুষ মারা গেলে সূর্যপথে স্বর্গে গমন করে। এই নদীর তীরে কপিলমুনি তপস্যা করেছিলেন। এখানে সিদ্ধেশ্বর হর বিরাজ করেন। এর জলে স্নান করলে লোকে অমরত্ব লাভ করে। বরাক নদী বরাক উপত্যকার প্রধান নদী। এর উৎপত্তি হয়েছে আঙ্গামী নাগা পাহাড় থেকে। দুর্গত লোকেদের বসতি থাকায় নদীর নাম হয়েছে বরাক। প্রাক্ ঔপনিবেশিক কালে বরাক ছিল পাহাড় দিয়ে ঘেরা আবদ্ধ অঞ্চল। যোগাযোগের একমাত্র পথ ছিল নদীপথ। বরাক নদী পাপ নাশক বলে এখানে বারুণীযোগে লোকে স্নান তর্পণ করে।

বারুণী স্নান : বারুণী মেলার সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে বারুণী স্নানের। বারুণী স্নান প্রতি বছর চৈত্র মাসে মধুকৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথিতে অনুষ্ঠিত হয়। এর সময়সীমা তিথি অনুযায়ী একদিন, দু'দিন ও তিনদিন। এই দিনগুলিতে বরাক উপত্যকা ছাড়াও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা, ত্রিপুরা, মেঘালয় প্রভৃতি অঞ্চল থেকে প্রচুর লোক সমবেত হন। এতদঞ্চলের বিশ্বাস এই সময় বরাক নদীর জল গঙ্গাজলে পরিণত হয়। এই সময় বরাক নদীতে স্নান করলে মহাপুণ্য লাভ হয়। আর এই পুণ্যলাভের জন্যে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পুণ্যার্থীরা আসেন। জানা যায়, আগে বাংলাদেশ থেকেও পুণ্যার্থীরা আসতেন। এসে অনেকে পিতৃতর্পণ, পিণ্ডদান, অস্থি বিসর্জন ও মানত করতেন। এছাড়া বরাক নদীতে স্নান সেরে সূর্য প্রণাম করে দই, চিড়া, খই, কলা একসঙ্গে মেখে প্রসাদ হিসেবে গ্রহণ করতেন।[১৪] এ প্রসঙ্গে B. C Allen: 'Assam District Gazetteers', Volume-1, Cachar-এর 'Population' অংশে বলেছেন---

> …Towards the end of March there comes the Baruni snan, when ablutions are offered to the spirits of departed ancestors, and the villagers feast on curds, parched grain, and molasses. …[১৫]

মেলার দিনক্ষণ : বারুণী স্নানের মধ্য দিয়ে মেলাটি প্রতি বছর চৈত্র মাসে মধুকৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথিতে অনুষ্ঠিত হয়। মেলাটি এই দিন অনুষ্ঠিত হওয়ার পেছনে জনশ্রুতি রয়েছে যে, এই দিন কপিলমুনি বরাক নদীর তীরে বহুদিন ধ্যানের পর শিবের দেখা পেয়েছিলেন। মেলাটি আগে পনেরো দিন ধরে অনুষ্ঠিত হত। বর্তমানে এর সময় সীমা একমাস। তবে কখনো কখনো প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে দিনক্ষণের তারতম্য ঘটে। মেলার দিনগুলিতে মেলাকে কেন্দ্রকরে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে বহু লোকের সমাগম ঘটে। উপস্থিত লোকেদের মধ্যে বাঙালি হিন্দু, বাঙালি মুসলিম ছাড়াও বিভিন্ন উপজাতির (মণিপুরি, ডিমাছা, খাসি প্রভৃতি) লোকেদের দেখা মেলে। এছাড়া দেখা যায়,[১৬] বিভিন্ন ধরনের পেশাজীবীদের। যারা লোকায়ত সমাজের নানা ধরনের প্রয়োজনীয় উপকরণ দিয়ে পসরা সাজিয়ে বসেন। যার মূল্য খুব একটা বেশি নয়। একদম সামান্য। সাধারণ লোকেদের সংগ্রহ করার সামর্থ্যের মধ্যে। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য লোকবক্তৃতার প্রসঙ্গ। বক্তৃতার বক্তারা প্রতিবছর মেলা উপলক্ষে গ্রামীণ জীবনের লোকেদের প্রায় সব রকম রোগের ওষুধ নিয়ে মেলায় উপস্থিত হন। ওষুধগুলির দাম খুবই সামান্য। যেগুলি বক্তারা তৈরি করেন বিভিন্ন ধরনের ওষধি গাছপালা দিয়ে। ওষুধগুলি তাঁরা মেলাতে তাঁদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে রপ্ত করা ঐতিহ্যজাত বক্তৃতা উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে বিক্রি করেন। বিক্রি করার জন্য বক্তাকে কখনো কখনো শ্রোতা ও ক্রেতাদের দাদা, কাকা, মা, মাসি প্রভৃতি ভাবে সম্বোধন করতে দেখা যায়। সঙ্গে ওষুধের দাম বারবার বলতে শোনা যায়। পাশাপাশি অঙ্গভঙ্গির ব্যবহারের সঙ্গে কখনো উচ্চস্বর, কখনো নিম্নস্বর ব্যবহার করতে পরিলক্ষিত হয়। লোকায়তসমাজকে এই ভাবে তাঁরা পরম্পরা অনুযায়ী চিকিৎসা দিয়ে আসছেন। আজও তাঁদের দেখা মেলে বিভিন্ন হাটে-বাজারের মতো বারুণী মেলায়। এই মেলার জন্য তাঁরা সারাটা বছর অপেক্ষায় থাকেন। একমাসব্যাপী বারুণী মেলায় তাঁরা যে অর্থ উপার্জন করেন তা হয়তো অন্য কোনো মেলায় সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাই বারুণী মেলা তাঁদের কাছে রুজিরোজগারের তথা বেঁচে থাকার অন্যতম মাধ্যম। এর জন্য তাঁদের প্রচুর বল ক্ষয় ও কঠোর পরিশ্রমও করতে হয়।

মেলার বিশেষত্ব: এই মেলার বিশেষত্ব হোল নিম্নরূপ-

১. বরাক উপত্যকার গ্রামীণ ঐতিহ্যবাহী সুপ্রাচীন, সর্ববৃহৎ, জনবহুল ও জনপ্রিয় মেলাগুলির মধ্যে অন্যতম হোল বারুণী মেলা।
২. মেলাটি আগে পনেরো দিন ধরে অনুষ্ঠিত হত। বর্তমানে ত্রিশ দিন ধরে অনুষ্ঠিত হয়।
৩. মেলাটি পরিচালনা করার জন্য প্রতি বছর মেলা শুরু হওয়ার মোটামুটি একমাস আগে কাটিগড়া সার্কেল অফিসে ডাক ওঠে। ডাকে দাম ওঠে প্রায় ১০-১২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত।
৪. মেলাতে জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সকলে উপস্থিত হতে পারে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখা মেলার অন্যতম উদ্দেশ্য।
৫. মেলা উপলক্ষে অসম, মেঘালয়, ত্রিপুরা ও বাংলাদেশ প্রভৃতি স্থান থেকে ক্ষুদ্র-মাঝারি ব্যবসায়ীরা ব্যবসার উদ্দেশ্যে পণ্যসম্ভার নিয়ে মেলায় উপস্থিত হন। সঙ্গে বিভিন্ন উপজাতির লোকেরা জুমে চাষ করা সবজি নিয়ে পসরা সাজিয়ে বসেন। কাটিগড়া অঞ্চলের প্রবীণ অভিজ্ঞ ব্যক্তি শ্রদ্ধেয় অপু ধর জানান, আগে এই মেলা উপলক্ষে ইম্ফল ও বাংলাদেশ থেকে নৌকায় করে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য আসত।
৬. 'শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বর মন্দির'-এর পুরোহিতেরা জানান, ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান থেকে সাধু-সন্ন্যাসীরা মেলায় উপস্থিত হন।
৭. কাটিগড়ার অন্তর্গত কাতিরাইলের শ্রদ্ধেয় প্রাক্তন শিক্ষক সুভাষ চক্রবর্তী জানিয়েছেন, আগে মেলার অন্যতম আকর্ষণের বিষয় ছিল সার্কাস। সার্কাস আসত মূলত কলকাতা, বিহার ও উত্তরপ্রদেশ থেকে। এছাড়া আকর্ষণের উপকরণের মধ্যে ছিল পুতুল নাচ, হাতিখেলা, ঘোড়াদৌড় প্রভৃতি। বর্তমানে এইসব আর দেখা যায় না।
৮. ত্রিপুরা থেকে আসত বাঁশের তৈরি বাঁশি, ফুল, ফুলদানি, দেবদেবীর মূর্তি ইত্যাদি উপকরণ।

৯. মেলার দিন কয়টি এতদঞ্চলের অর্থনৈতিক জীবনকে অনেকটাই সমৃদ্ধ ও গতিশীল করে তুলতে সহায়তা করে।

১০. মঙ্গলবার ও শনিবার মেলার পক্ষে শুভবার। এই দিন দু'টিকে মহাবারুণী যোগ বলা হয়। 'বারুণীযোগ' বলতে রাজশেখর বসু সংকলিত 'চলন্তিকা আধুনিক বঙ্গভাষার অভিধান' গ্রন্থে বলা হয়েছে---
চৈত্রমাসের কৃষ্ণা ত্রয়োদশী শতভিষা নক্ষত্রযুক্ত হইতে এই শুভযোগ হয়।...বারুণী স্নান---এই যোগে গঙ্গাস্নান।[১৭]

১১. মেলার মূল আকর্ষণ বারুণী স্নান। এই স্নান উপলক্ষে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বহু লোকের সমাগম ঘটে মেলাতে।

১২. মেলাটি বর্তমানে সরকারি খাস জমির আনুমানিক বিশ বিঘা জমি জুড়ে অনুষ্ঠিত হয়। আবার অনেকের মতে মেলাটি আগে দুশো বিঘা জমি জুড়ে অনুষ্ঠিত হত। তবে এই নিয়ে মতান্তর রয়েছে।

১৩. মেলার দিনগুলিতে মেলার মাঠে অস্থায়ী শিবমন্দির বানিয়ে সন্ধ্যার পর খোল-করতাল-সহ শিব বিষয়ক গান পরিবেশন করা হয়।

১৪. মেলার স্থানটিতে মেলা শেষ হওয়ার পরে প্রতি শুক্রবার করে দুপুর থেকে রাত আটটা-নয়টা পর্যন্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে সাপ্তাহিক বড় বাজার বসে।

১৫. মেলাতে মহিষ বিক্রি করার জন্য মাল বোঝাই রেল গাড়িতে করে আগে মহিষ আনা হত। মহিষ যাঁরা আনতেন তাঁদের বলা হত লাটিয়া। তাঁরা এসে মেলার মাঠে অস্থায়ী ভাবে ক্যাম্প বানিয়ে থাকতেন।

১৬. উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান ও বিহার প্রভৃতি স্থান থেকে উট আনা হত মেলাতে বিক্রি করার জন্য।

১৭. ঘোড়াও আনা হত মেলাতে আপার অসম, বিহার, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চল থেকে। সৌখিন তথা জমিদার শ্রেণির লোকেরা এগুলি যাতায়াত ও হাটবাজার করার জন্য মেলা থেকে ক্রয় করতেন।

উপসংহারে বলা যায়, দেবভূমি ও আধ্যাত্মিকতার ভূমি ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে সুপ্রাচীনকাল ধরে অনুষ্ঠিত ঐতিহ্যবাহী মেলাগুলির প্রতি সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে যেভাবে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বা হয়েছে এই মেলার প্রসার, প্রচার ও শ্রীবৃদ্ধির প্রতি ততোটাই গুরুত্ব দেওয়া হোক। সঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সাধারণ লোকেরা ও পুণ্যার্থীরা যাতে সহজে মেলাতে উপস্থিত হতে পারে তার জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের প্রতি আরও বেশি করে নজর দেওয়া হোক। এর ফলে এতদঞ্চলের অর্থনৈতিক জীবন যেমন সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী হবে তেমনি মজবুত ও শক্তিশালী হবে ভারতীয় সমাজ, সংস্কৃতি ও অর্থনীতির।

সূত্রনির্দেশ

১. বিশ্বাস, শৈলেন্দ্র সংকলিত, সংসদ বাংলা অভিধান, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, দ্বাদশ মুদ্রণ ডিসেম্বর ২০০৮, পৃ. ৬০২

২. বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ, বঙ্গীয় শব্দকোষ, দ্বিতীয় খণ্ড, প-হ, সাহিত্য অকাদেমি, নিউ দিল্লী, প্রথম প্রকাশ ১৩৪০-১৩৫৩, পৃ. ১৮২৭

৩. উপেন্দ্রচন্দ্র, গুহ, কাছাড়ের ইতিবৃত্ত, সাধনা লাইব্রেরী, ঢাকা, পৃ: ৮, retrive from https://granthagara.com/boi/332525-kacharer-itibrityo/, dt. 06/01/2025, time 9pm

৪. চৌধুরী তত্ত্বনিধি, অচ্যুতচরণ, শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত, পূর্ব্বাংশ, প্রকাশক উপেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী, কলিকাতা, ১৩১৭, পৃ: ১২৬-১২৭

৫. Allen, B. C, Assam District Gazetteers, Volume-1, Cachar, Printed at the Baptist Mission Press, Calcutta, 1905, p-57-58

৬. বসু, রাজশেখর সংকলিত, চলন্তিকা আধুনিক বঙ্গভাষার অভিধান, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স্ প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, পৃ: ১২২

৭. সেন, কালীপ্রসন্ন সম্পাদিত, শ্রীরাজমালা, রাজমালা কার্যালয়, আগরতলা, ত্রিপুরা, ১৩৩৭ ত্রিপুরাব্দ, পৃ: ১০৮

৮. তদেব, পৃ: ১০৮

৯. তদেব, পৃ: ১০৮

১০. গুহ, উপেন্দ্রচন্দ্র, কাছাড়ের ইতিবৃত্ত, সাধনা লাইব্রেরী, ঢাকা, পৃ: ৬-৮ Retrive from, https://granthagara.com/boi/332525-kacharer-itibrityo/, dt. 06/01/2025, time 9pm

১১. ভট্টাচার্য, অমলেন্দু, নদীর নাম বরাক, সাময়িক প্রসঙ্গ, শিলচর, রবিবার, ২৬ নভেম্বর ২০২৩, পৃ: ১০

১২. তদেব, পৃ. ১০
১৩. চৌধুরী তত্ত্বনিধি, অচ্যুতচরণ, শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত, পূর্ব্বাংশ, প্রকাশক উপেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী, কলিকাতা, ১৩১৭, পৃ : ২৭
১৪. চক্রবর্তী, সুভাষ, পিতা : সুবোধ চক্রবর্তী, বয়স : ৮০, শিক্ষাগতযোগ্যতা : মাধ্যমিক, পেশা : প্রাক্তন স্কুল শিক্ষক, কাতিরাইল, কাটিগড়া, কাছাড়, সময় : বেলা ১টা, তারিখ : ২৬/১২/২০২৪
১৫. Allen, B. C, Assam District Gazetteers, Volume-1, Cachar, Printed at the Baptist MissionPress, Calcutta, 1905, p-55
Retrieve from, https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.463827/page/n139/mode/1up
১৬. ধর, অপু, পিতা : প্রভাত চন্দ্র ধর, বয়স : ৬৫, শিক্ষাগত যোগ্যতা : উচ্চমাধ্যমিক, পেশা : ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, চৌরঙ্গী, কাতিরাইল, কাটিগড়া, কাছাড়, সময় : বেলা ১০টা, তারিখ : ১৮/১২/২০২৪
১৭. বসু, রাজশেখর সংকলিত, চলন্তিকা আধুনিক বঙ্গভাষার অভিধান, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স্ প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, পৃ. ৫০৩

আলোকচিত্র:

চিত্র-১:
কপিলমুনি, শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বর শিবমন্দির, ঠান্ডাপুর, হাইলাকান্দি

চিত্র-৩:
শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বর শিবমন্দির-এ তথ্য সংগ্রহরত লেখক

চিত্র-২: শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বর শিবমন্দির

চিত্র-৪:
শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বর শিবমন্দির-এর ভেতরে কপিলমুনির প্রতিকৃতি

চিত্র-৫:
শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বর শিবমন্দির-এর ভেতরে শিব, দুর্গা, কপিলমুনি (বাম দিক থেকে)

চিত্র-৬:
শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বর শিবমন্দির-এ শিবলিঙ্গের সঙ্গে মন্দিরের পুরোহিত শ্যামল চক্রবর্তী

চিত্র-৭:
বরাক নদী

চিত্র-৮:
শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বর শিবমন্দির-এর পুরোহিতদের সঙ্গে লেখক

চিত্র-৯:
লেখকের সঙ্গে পরিতোষ ধর (বাম দিক থেকে), সুভাষ চক্রবর্তী, কাতিরাইল, কাটিগড়া

চিত্র-১০:
লেখকের সঙ্গে পরিতোষ ধর, নবেন্দুশেখর নাথ (ডান দিক থেকে), কাতিরাইল, কাটিগড়া

চিত্র-১১:
বারুণী মেলায় লোকবক্তৃতার বক্তা বক্তৃতার মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধের ওষুধ বিক্রি করছেন

চিত্র-১২:
বারুণী মেলায় বিক্রেতা শিশুদের খেলার পসরা সাজিয়ে বসেছেন